

দানযিলেৰে পুস্তক - নম্বৰ একশ বাইশ

সত্ৰে উন্মোচন: দানযিলে ১১-এৰ মধ্য দযি়ে একটী যাত্ৰা এৰং ঈশ্বৰে জনগণে কম্পন

Jeff Pippenger
2024-03-07

যখন ১৯৮৯ সালে সমাপ্তিৰ সময়ে দানযিলেৰে পুস্তকে একাদশ অধ্যায়ৰে চললি থকে পঁয়তাল্লিশ পদ মোহৰ খোলা হয়ছিল, তখন সত্ৰে শত্ৰুৰা এমন প্ৰতিৰোধ সৃষ্টি কৰছিল, যা ঈশ্বৰকে ঐ অংশটীৰ মৌলিক ভিত্তিগিলেৰে সমৰ্থনে সত্ৰসমূহ প্ৰকাশ কৰতে সুযোগ দিছিল; আৰু সেই ভিত্তিগিলেই পৰে শয়তানেৰে আক্ৰমণেৰে বিষয় ও কনেদ্রবন্দি হুয়ে উঠছিল। সেই ইতিহাসে সত্ৰ ও ভ্ৰান্তকি ঘৰি য়ে বত্ৰিক দাঁড়িছিল, পবিত্ৰ আত্মা তা ব্যবহার কৰছিলনে কয়কেটী নিৰ্দিষ্ট ভাববাদী নিয়ম চহ্নি কৰতে—যেগলে উন্মোচতি জ্ঞানকে আৰু বৃদ্ধি কৰবে এৰং পৰবৰ্তীতে পৃথিবীৰ ইতিহাসেৰে চূড়ান্ত প্ৰজন্মকে পৰীক্ষা কৰবে। আমাৰা 'ভাববাণীৰ ত্ৰিগুণ প্ৰয়োগ' নিয়মে বিচনা কৰছি, এৰং সেই প্ৰয়োগলিকে একটী প্ৰাথমিক নিয়ম হিসেবে চহ্নি কৰছি—যা প্ৰকাশতি হয়ছিল তখন শয়তান য়ে প্ৰতিৰোধেৰে প্ৰক্ৰিয়া উপস্থাপন কৰছিল, তাৰ মধ্য দযি়ে। সেই বত্ৰিকতি প্ৰক্ৰিয়াটীকেই সিস্টাৰ হোয়াইট "shaking" হিসেবে শনাক্ত কৰছিলে।

"আমাকে তাঁর লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের বধিানেৰে দকি নিৰ্দেশে কৰা হয়ছিল এৰং দেখানে হয়ছিল য়ে, নিজদেৰে খ্ৰিস্টান বলে দাবিদাৰে ওপৰ শোধন-পৰিশোধনে প্ৰক্ৰিয়ায় আসা প্ৰতিটি পৰীক্ষা কছি লোককে অপদ্রব্য বলে প্ৰমাণ কৰে। খাঁটি সোনা সব সময় প্ৰকাশ পায় না। প্ৰতিটি ধৰ্মীয় সঙ্কটে কেউ কেউ প্ৰলোভনে পড়ে যায়। ঈশ্বৰে সেই ঝাঁকুনিতে অসংখ্য লোক শুননে পাতাৰ মতো উড়ে যায়। সমৃদ্ধি মুখে স্বীকাৰ কৰা লোকদেৰে ভড়ি বাড়ায়। বপিদ-আপদ তাদেৰে গৰ্জা থকে ছুটে বৰে কৰে দয়ে। একটী শ্ৰেণী হিসেবে তাদেৰে আত্মা ঈশ্বৰেৰে সঙে অটল নয়। তাৰা আমাদেৰে নয় বলে আমাদেৰে থকে বৰেযি য়ে; কাৰণ বাণীৰ জন্ম দুঃখ-ক্লেশ বা অত্যাচার উঠলে অনেকেই স্থলতি হয়।" টেস্টিমোনি, খণ্ড ৪, ৮৯।

"কম্পন" সৃষ্টি হয় যখন যহিঁদা গোত্ৰেৰে সত্ৰ সত্ৰে সলি খোলে এৰং এৰপৰ তা উপস্থাপতি হয়।

আমি য়ে ঝাঁকুনি দেখেছিলি তাৰ অৰ্থ কী, আমি তা জিজ্ঞাসা কৰলাম, এৰং আমাকে দেখানে হলে য়ে এটা লাওদকীয়দেৰে উদ্দেশে সত্ৰ সাক্ষীৰ পৰামৰ্শে আহ্বান কৰা সোজাসাপটা সাক্ষ্যেৰে কাৰণে ঘটবে। এটা গ্ৰহীতাৰ হৃদয়ে প্ৰভাব ফলেবে, এৰং তাকে মানদণ্ড উচ্চে তুলে ধৰতে ও সোজাসাপটা সত্ৰ উজাড় কৰে দতি উদ্বেধ কৰবে। কেউ কেউ এই সোজাসাপটা সাক্ষ্য সহ্য কৰতে পাৰবে না। তাৰা এৰ বন্দিধে উঠে দাঁড়াবে, আৰু এটাই ঈশ্বৰেৰে লোকদেৰে মধ্যে একটী ঝাঁকুনি ঘটাবে। আৰ্লি রাইটিংস, ২৭১।

'সত্ৰ'-এৰ প্ৰবৰ্তন সৰ্বদাই একটী নিড়াচাড়া সৃষ্টি কৰে, এৰং ১৯৮৯ সালে উন্মোচতি সেই সত্ৰটী ঠিক সটোই কৰছিল। সত্ৰে বন্দিধে য়ে প্ৰতিৰোধ দেখা দিছিল, তাৰ একটী সুফল ছিল এমন এক নিয়মমালাৰ বিকাশ, যাৰ উদ্দেশ্য ছিল ১৯৮৯-পৰবৰ্তী বছৰগুলোতে জ্ঞান-বৃদ্ধিকে প্ৰতিষ্ঠতি কৰা। এই নিয়মগুলোৰ বিকাশটি মিলিরাইটদেৰে সময়কালে একটী

নয়িমমালার বকিাশরে সঙ্গে সমান্তরাল। বাইবেলেরে ভবষিযদ্বাণীর সব ত্রমিখী প্রয়োগ শষে দিনেরে ঘটনাবলকিে আরও স্পষ্ট করে তোলো।

রোম এবং ব্যাবলিনেরে ত্রগিণ প্রয়োগসমূহ রববিাররে আইন-সংকটরে ইতহিস চলাকালো নারীটির সঙ্গে সে যো পশুর উপর সওয়ার ও শাসন করে, সেই পশুর সম্পরুক পরতষিঠা করে; আর এটিই ব্যাবলিনেরে বশেয়ার উপর ঈশ্বররে কার্যনরিবাহী বচাররে ইতহিসও বটো।

'চুক্তরি দূতরে জন্য পথ প্রস্তুতকারী দূত' এবং 'এলযিাহ'-এর ত্রবিধি প্রয়োগ শষে দিনেরে অনুগ্রহরে সময়রে সমাপ্তকিে চিত্রিতি করা দুই পরবো কর্ম ও বার্তাকো চহিনতি করে। প্রথম পরবটি প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় আঠারোর প্রথম কণ্ঠস্বর দযিে শুরু হয়, যা লাওদকিয়ান অ্যাডভেন্টবাদীদরে জন্য জীবতিদরে ওপর তদন্তমূলক বচাররে সূচনাকো নরিদশে করে; আর শষে পরবটি প্রকাশতি বাক্য অধ্যায় আঠারোর দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর দযিে শুরু হয়, যা বাবলিনেরে বশেয়ার ওপর কার্যকরী বচাররে প্রতিনিধিত্ব করে।

রোম ও বাবলিনেরে ত্রবিধি প্রয়োগ ঈশ্বররে অন্তমি দিনেরে জনগণরে বাহ্যকি ইতহিসকো প্রতিনিধিত্ব করে, আর এলযিাহ ও পথ প্রস্তুতকারী বার্তাবাহকরে ত্রবিধি প্রয়োগ ঈশ্বররে অন্তমি দিনেরে জনগণরে অভ্যন্তরীণ ইতহিসকো প্রতিনিধিত্ব করে। তনিটিহায়রে ত্রবিধি প্রয়োগ সেই বার্তাকো চহিনতি করে যা উভয় সময়পরব জুড়ে প্রবাহতি, যা একত্রে বচারসমাপ্তরি পরবকো প্রতিনিধিত্ব করে; যা ঈশ্বররে গৃহ থেকে শুরু হয় এবং পরে ঈশ্বররে গৃহরে বাইরে থাকা লোকদরে ওপর আসো। তনিটিহায় নরিদশে করে যো ইসলামই শষে বৃষ্টির বার্তা, এবং একই সঙ্গে এটি সেই বচার-হাতযিার, যা ঈশ্বর ব্যবহার করেনে তাদরে বরিদ্ধে যারা সমগ্র মানবজাতির ওপর সূর্য-উপাসনা চাপযিে দযে। বচাররে সমাপ্তি ঈশ্বররে প্রতশিোধরে দিনগুলো'কো নরিদশে করে, যা তাঁর ধর্মত্যাগী মণ্ডলীর ওপর যমেন, তমেনি তাঁর মণ্ডলীর বাইরে দুষ্টদরে ওপরও আসো।

যখন যীশু নাসরতরে গরিজায় প্রথম তাঁর পরচির্যা শুরু করলনে, তখন তনি তাঁর পরচির্যা, বার্তা ও কর্মকাণ্ড নরিধারণ করার জন্য ইশাইয়া গ্রন্থরে ৬১ অধ্যায় ব্যবহার করেছিলনে, যার মধ্যে ঈশ্বররে প্রতশিোধরে সময় চহিনতি করাও অন্তর্ভুক্ত ছিলি। তাঁর পরচির্যা, বার্তা ও কর্মকাণ্ড এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে পরচির্যা, বার্তা ও কর্মকাণ্ডরে পূর্ববরূপ দযিছিলি, কারণ তারা ভবষিযদ্বাণীমতো মেষশশিকো তনি যিখনই যান সখোনই অনুসরণ করে।

প্রভু ঈশ্বররে আত্মা আমার উপর; কারণ প্রভু আমাকো অভষিক্ত করেছনে নম্রদরে কাছো শুভ সংবাদ প্রচার করার জন্য; তনি আমাকো পাঠযিছনে ভগ্নহৃদয়দরে কষত বাঁধার জন্য, বন্দীদরে প্রতস্বাধীনতা ঘোষণা করতে, আর যারা বাঁধা তাদরে জন্য কারাগাররে দ্বার উন্মুক্ত করতে; প্রভুর অনুগ্রহরে বছর এবং আমাদরে ঈশ্বররে প্রতশিোধরে দিনি ঘোষণা করতে; সকল শোকাহতকো সান্ত্বনা দতি; সযি়োনে শোককারীদরে জন্য, তাদরেকো ভস্মরে বদলে সোন্দর্য, শোকরে বদলে আনন্দরে তলে, ভারাক্রান্ত আত্মার বদলে প্রশংসার বসন্তর দতি; যাতে তারা ধার্মকিতার বৃকষ নামে অভিহিতি হয়, প্রভুর রোপণ, যাতে তনি মিমিন্বতি হন। এবং তারা প্রাচীন উজাড়ভূমি পুনরনরিমাণ করবো, পূর্বকোর ধবংসসমূহ পুনরুদ্ধার করবো, বহু প্রজন্মরে বরান শহরগুলো মরোমত করবো। আর পরদশৌরা দাঁড়যিে তোমাদরে পাল চরাবো, আর বদিশৌদরে পুত্ররা হবো তোমাদরে লাওলচাষী ও দ্রাক্ষাক্ষতেরে পরচির্যাকারী। কনিতু তোমরা প্রভুর যাজক নামে পরচিতি হবো; লোকরো তোমাদরে আমাদরে ঈশ্বররে পরচারক বলে ডাকবো; তোমরা অন্যজাতদরে ধন-সম্পদ ভোগ করবো, এবং তাদরে মহমিায় তোমরা গোরব করবো।

ইশাইয়া ৬১:১-৬।

যিশু তাঁর বাপ্তস্মিরে সময় অভষিক্ত হইছিলেন, এবং সেই মাইলফলকটি ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বরকে প্রতীকায়তি করে, যখন পবতির আত্মার অভষিকে নমে আসতে শুরু করছিল তাদরে ওপর, যারা স্বীকার করছিলেন যে অন্তমি দনিগুলোর শেষে বৃষ্টির ঢল মলিরাইটদরে ইতহিসে প্রতীকায়তি হইছিল—যা ছলি সেই পুরোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানসমূহ, যগুলো এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজার পুনর্নির্মাণ করবে, যখন তারা যরিময়িরে প্রাচীন পথগুলোতে ফরি এলে।

১৮৮৮ সালরে বদিরোহ থেকে খরসিটরে ধার্মিকিতার বারতা আবারও বর্তমান সত্য হই উঠল, এবং ১৮৮৮ সালরে বদিরোহ থেকে আসা সেই বারতাই ছলি এমন এক সুসংবাদ যার ক্ষমতা আছে ভগ্ন হৃদয়রে ক্ষত বঁধে দতি, কনিতু যা অক্ষম কঠোর হৃদয় খুলতে— তাদরে, যাদরে দখোর চোখ আছে তবু উপলব্ধি কইরে না, যাদরে শোনার কান আছে তবু বোঝে না। ১৮৮৮ সালরে বদিরোহ থেকে খরসিটরে ধার্মিকিতার সেই বারতাই ছলি লাওদকিয়ির উদ্দেশেও বারতা, যা তখন আবার এসে পৌঁছছিলি পাপরে বন্দীদরে কারাগাররে দরজা খুলে দতি— সেই যনি এমন ক্ষমতা রাখনে যে যে দরজাগুলিকোনো মানুষ খুলতে পারে না তনি সিগেলা খুলে দতি পারনে, এবং যে দরজাগুলিকোনো মানুষ বন্ধ করতে পারে না তনি সিগেলা বন্ধ করে দতি পারনে— তাঁর দ্বারাই।

২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বর যাদরে সেই সুসংবাদ প্রচার করার কথা ছলি, তাদরে প্রভুর অনুগ্রহরে বর্ষ এবং ঈশ্বররে প্রতশোধরে দনিও ঘোষণা করার কথা ছলি। সেই সময়ই প্রভুর অনুগ্রহরে বর্ষও শুরু হইছিলি, এবং যতক্ষণ না যুক্তরাষ্টরে শীঘ্রই আসতে চলা রববিাররে আইনরে সময় ঈশ্বররে প্রতশোধরে দনি উপস্থতি হই, ততক্ষণ তনি একজন লাওদকিয়িবাসীর অনুতাপ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তারপর তাঁর প্রতশোধ প্রকাশ পাবে সেই মণ্ডলীর ওপর, যে তার পরদির্শনরে সময় জানতে অস্বীকার করছিলি, এবং একই সঙ্গে বাবলিনরে বশ্যার ওপর ক্রমবর্ধমান বিচার শুরু হবে।

তাঁর গ্রহণরে দনি তনি শোক করা সকলকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রতশিঁরুত দিনে, এবং যরিশালমে যারা শোক করে তাদরেকে ইজকেয়িলেরে নবম অধ্যায়ে চিত্রিত করা হইছে। তাদরে সান্ত্বনা সান্ত্বনাকারীর মাধ্যমে আসে, অন্তমি বৃষ্টির বারতা গ্রহণরে দ্বারা, যা তখন তাদরে উপর ঢালা হইছে। তবে কবেল তখনই, যদি তারা সেই বৃষ্টিকে চনিতে পারে। তারা যখন সান্ত্বনাকারীকে লাভ করে, এবং 'রখোর পর রখো' পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাচীন উজাড় স্থানগুলো পুনর্নির্মাণরে কাজ সম্পাদন করে—যা ইশায়ার বর্ণনায় এমন এক কাজ হসিবে চিত্রিত হইছে, যখন পবতির ইতহিসরে ধ্বংসাবস্থাকে প্রতিনিধিত্বকারী ভবিষ্যদ্বাণীর রখোটা আরকেটা ধ্বংসকে চিত্রিত করা ভবিষ্যদ্বাণীর রখোর উপর স্থাপন করা হই—সে কাজে তারা বহু প্রজন্মরে ধ্বংসাবস্থাগুলোকে আবার দাঁড় করায়। তখন 'পরদশী'রা শোককারীদরে প্রতসিঁড়া দেবে, যাদরেকে পরদশীদরে দখোর জন্য পতাকার মতো তুলে ধরা হই।

ইশাইয়া গ্রন্থরে একষট্টিতম অধ্যায়ে বর্ণিত খরসিটরে তাঁর কাজ ও পরচিঁরয়ার ঘোষণা এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজাররে কাজ ও পরচিঁরয়া। সেই কাজটি পবতির সংস্কার আন্দোলনগুলিতে প্রদর্শিত হইছে, এবং ১৯৮৯ সালে সেই "শেষকালরে সময়" এসে উপস্থতি হই, যার পূর্বচিঁর আগরে সব "শেষকালরে সময়" দেওয়া হইছিলি। যমেন মলিরাইট আন্দোলনরে ভিত্তিও কনৈদ্রীয় স্তম্ভ হসিবে একটি পিঁদ—দানয়িলে গ্রন্থরে অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্দশ

পদ—চহ্নিতি হয্ছেলি, তমেনা ফিউচার ফর আমেরিকা আন্দোলনের ভিত্তিও কনেদ্রীয় স্তম্ভ য়ে পদটি, তা হলো দানয়িলে গ্রন্থরে একাদশ অধ্যায়রে চল্লশিতম পদ। মলিরাইটদরে ক্ষত্রে কনেদ্রীয় স্তম্ভরে আলোকে উলাই নদীর দর্শনরে আলো হসিবে উপস্থাপতি করা হয্ছেলি, আর ফিউচার ফর আমেরিকা আন্দোলনের ক্ষত্রে কনেদ্রীয় স্তম্ভরে আলোকে হদিদকেলে নদীর দর্শনরে আলো হসিবে উপস্থাপতি করা হয্ছেলি।

"দানয়িলে ঈশ্বররে কাছ থকে য়ে আলো পয়েছেলিনে, তা বিশেষভাবে এই শষে দনিগলোর জন্য দেওয়া হয্ছেলি। শনিাররে মহান নদী উলাই ও হদিদকেলেরে তীরে তনি য়ে দর্শন দেখেছেলিনে, সগেলা এখন পরপূরণরে পথে আছে, এবং য়েসেব ঘটনা পূর্ববই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয্ছে, সগেল শীঘ্রই ঘটবে।" Testimonies to Ministers, 112.

দুটি নদী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা উভয় দর্শনরে আলো পরস্পর সংযুক্ত, এবং তা শষে দনিগলোতে ঘটবে। তাদের পারস্পরিক 'সংযোগ' মানবীয় ও ঈশ্বরকিরে সমন্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করে, যা সেই বারতা যটেকি সিস্টার হোয়াইট বারবার খ্রিস্টরে বারতা হসিবে চহ্নিতি করনে, এই প্রক্শাপটে য়ে মানবতা যখন ঈশ্বরকিতার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন পাপ করনে না। এই দুই নদী ঠকি সেই সংযোগরেই প্রতিনিধিত্ব করে।

ঈশ্বররে দাবরি মানদণ্ড পূরণ করতে নখঁত আনুগত্যরে কম কছিই যথেষ্ট নয়। তনি তাঁর দাবিগলোকে অনরিদষ্টি রাখনেনা। মানুষকে তাঁর সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনতে যা প্রয়োজন, তার বাইরে তনি কছিই আদশে করনেনা। আমাদরে কর্তব্য পাপীদের তাঁর চরিত্ররে আদর্শরে দকিে নরিদশে করা এবং তাদেরকে খ্রিস্টরে কাছে নযিে যাওয়া, যাঁর অনুগ্রহরে দ্বারাই কবেল এই আদর্শে পোঁছনো সম্ভব।

ত্রাণকর্তা মানবতার দুর্বলতাসমূহ নজিরে উপর গ্রহণ করেছিলে এবং পাপহীন জীবন যাপন করেছিলে, য়াতে মানুষ মানবস্বভাবরে দুর্বলতার কারণে অতক্ৰম করতে পারবে না—এমন কনো ভয় না পোষণ করে। খ্রিস্ট এসছেলিনে আমাদরেকে 'ঈশ্বরীয় স্বভাবরে অংশীদার' করতে, এবং তাঁর জীবন প্রকাশ করে য়ে মানবতা ঈশ্বরীয়তার সঙ্গে যুক্ত হলে পাপ করনে না।

ত্রাণকর্তা জয়লাভ করেছিলে মানুষকে দেখতে য়ে মানুষও কীভাবে জয়লাভ করতে পারে। শয়তানরে সব প্রলোভনরে মোকাবলি খ্রিস্ট করেছিলে ঈশ্বররে বাক্য দযিে। ঈশ্বররে প্রতশ্রুতির ওপর ভরসা করে তনি ঈশ্বররে আজ্ঞাসমূহ মান্য করার শক্তি পয়েছিলে, এবং প্রলোভনদাতা কনো সুযোগই নতিে পারনে। প্রতটি প্রলোভনরে উত্তরে তাঁর কথা ছলি, 'লখিতি আছে।' তাই ঈশ্বর আমাদরে তাঁর বাক্য দযিছেনে, য়ার দ্বারা আমরা মন্দরে বরিদধে প্রতরোধ করতে পারি। অত্বনত মহান ও অমূল্য প্রতশ্রুতিগলো আমাদরে, য়াতে এগলোর দ্বারা আমরা 'কামনার মাধ্যমে জগতে য়ে দুর্নীতি রয্ছে, তা থকে রক্ষা পয়ে, ঈশ্বরীয় স্বভাবরে অংশীদার হতে পারি।' ২ পতির ১:৪.

প্রলোভতি ব্যক্তকিে বলো য়ে সে পরস্থিতিরি দকিে, নজিরে দুর্বলতার দকিে বা প্রলোভনরে শক্তিরি দকিে নয়, বরং ঈশ্বররে বাক্যরে শক্তিরি দকিে তাকা। ঈশ্বররে বাক্যরে সমস্ত শক্তিই আমাদরে। 'তোমার বাক্য,' বলেন গীতকির, 'আমতি আমার অন্তরে লুকযিে রেখেছে, য়াতে আমতি তোমার বরিদধে পাপ না করি।' 'তোমার মুখরে বাণী দ্বারা আমি নিজেকে ধ্বংসকারীর পথগুলো থকে রক্ষা করেছি।' গীতসংহতি 119:11; 17:4। দ্য মনিস্ট্রি অব হলিং, 181।

১৭৯৮ এবং ১৯৮৯ সালে জুঞ্জনরে বৃদ্ধি ঈশ্বররে ভবষিষদবাণীমূলক বাক্যরে সলিমোহর খোলাক প্রতিনিধিত্ব করছেলি। তাঁর বাক্য সেই শকতি জোগায় যাত আমরা যমেন তনি জয় করছেলিনে তমেনই জয়লাভ করতে পারি, এবং "তাঁর জীবন ঘোষণা করে যে মানবতা, ঈশ্বরত্বরে সঙ্গে মলিতি হল, পাপ করে না।" উলাই নদীর দর্শন তাঁর আবির্ভাবরে মারাহ দর্শন, যা তহৈশশো দিনরে ভবষিষদবাণী দ্বারা উপস্থাপতি হয়ছে। হদিদকেলে নদীর দর্শন ভবষিষদবাণীমূলক ইতিহাসরে চাজোন দর্শন, যা দুই হাজার পাঁচশো কুড়া বিছররে ভবষিষদবাণী দ্বারা উপস্থাপতি হয়ছে। মারাহ দর্শন ঈশ্বরত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং চাজোন দর্শন মানবতাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রাচীন শনিাররে দুই নদী—উলাই ও হদিদকেলে, যা আজ টাইগ্রিস ও ইউফ্রটেসি নামে পরিচিতি—অবশেষে ইরাকরে দক্ষিণে শাত আল-আরব জলপথে মলিতি হয়, আর শাত আল-আরব সখোন থেকে পারস্য উপসাগরে গিয়ে মশি। যশু আধ্যাত্মকিক বোঝাত বস্তুগত ও প্রাকৃতিক বিষয়কে ব্যবহার করেন, এবং যে দুই নদীর সঙ্গে সম্পর্কতি দর্শনসমূহ এখন পরিপূর্ণতা লাভরে প্রক্রিয়ায় রয়েছে, সেগুলো মানব ও ঈশ্বরকিরে এমন এক সংযোগকে উপস্থাপন করে যা ঘটবে যখন তারা সাগরে উদ্দেশে তাদের যাত্রার উপসংহারে পৌঁছে। এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়ছে দানয়িলেরে অষ্টম অধ্যায়রে তরে ও চৌদ্দ পদে উল্লেখিত দুই দর্শনরে দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা দুই ভবষিষদবাণীর সূচনায়। একটি দর্শন হলো প্রশ্ন, অন্যটি উত্তর, এবং যুক্তগিতভাবে এগুলোকে আলাদা করা যায় না।

মানবতার দর্শন, যা পবিত্রস্থান ও বাহনিক পদদলতি করার বিষয়টিকে চিহ্নিত করে, খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৭ সালে শুরু হয়েছিল; আর দবৈত্বরে দর্শন, যা খ্রিস্টরে আবির্ভাবকে চিহ্নিত করে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে শুরু হয়েছিল। দবৈত্ব ও মানবতার যোগসূত্রটি, যা দুইটি দর্শনরে সূচনাবিন্দুবয়কে সংযুক্ত করে, সেই দুইশ কুড়া বিছর দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। দুইশ কুড়া 'মানবতার সঙ্গে দবৈত্বরে সংযোগ'-এর একটি প্রতীক; এবং এটি ১৭৯৮ সালে শেষে সময়ে জুঞ্জনবৃদ্ধির সঙ্গে ১৯৮৯ সালে শেষে সময়ে জুঞ্জনবৃদ্ধির যোগসূত্র দ্বারাও প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

১৭৯৮ সালে জুঞ্জনরে বৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত যে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপায়িত বার্তা, তা প্রথমে ১৮৩১ সালে মলিার উপস্থাপন করেন (এবং পরে ১৮৩৩ সালে ভারমন্ট টলেগ্রাফ পত্রিকায়)। ১৮৩১ সালটি ১৬১১ সালে কিং জেমস বাইবলে প্রকাশরে ২২০ বছর পর। কিং জেমস বাইবলে ছিল পুরাতন ও নতুন নিয়মরে সমন্বয়ে গঠিত দ্বিবিধি দললি। এই ২২০ বছররে শুরু ও সমাপ্তি একটি ঈশ্বরকি প্রকাশনাকে একটি মানবীয় প্রকাশনার সঙ্গে "সংযুক্ত" করেছিল। মানবীয় প্রকাশনার তথ্য এসছে সেই ঈশ্বরকি আলো থেকে, যা ১৭৯৮ সালে শেষকালরে সময়ে উন্মোচিত হয়েছিল, এবং পরে একটি মানবীয় মাধ্যমরে কাজরে মাধ্যমে তা আনুষ্ঠানিকভাবে রূপায়িত হয়, যনি ১৮৩১ সালে তা প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। এটি ছিল একটি ঈশ্বরকি প্রকাশনা, যার বার্তা ঈশ্বরকিভাবে সীলমোহরযুক্ত ছিল; পরে মানবজাতি উন্মোচিত করে, এবং পরবর্তীতে একটি মানবীয় মাধ্যমরে মাধ্যমে তা উপস্থাপতি হয়। ঈশ্বররে বাক্যে "publish" হিসাবে অনুদতি হবির শব্দটির অর্থ হলো: ডাক দেওয়া, আর্তস্বররে আহ্বান করা, খ্যাতমান হওয়া, অতথি, আমন্ত্রণ করা, উল্লেখ করা, নাম দেওয়া, ধর্মপ্রচার করা, ঘোষণা করা, উচ্চারণ করা, প্রকাশ করা। মলিার ১৮৩১ সালে তাঁর বার্তা প্রকাশ করতে শুরু করেন, তারপর ১৮৩৩ সালে তা মুদ্রতিভাবে ভারমন্ট টলেগ্রাফে প্রকাশতি হয়।

১৯৮৯ সালে জুঞ্জনবৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত আনুষ্ঠানিকীকৃত বার্তাটি প্রথম প্রকাশতি হয় ১৯৯৬ সালে (The Time of the End পত্রিকায়), ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং পরবর্তীতে

১৭৮৯ সালে মার্কানি যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান—এই দুই পবিত্র নথি প্রকাশনার পর দুইশো বশি বছর পরে। এই দুইশো বশি বছরের সূচনা ও সমাপ্তি ঐশ্বরিকিতাকে মানবতার সঙ্গে সংযুক্ত করে, এবং তা করে ১৭৭৬ সালে শুরু হওয়া ওই দুই ঐশ্বরিকি নথি প্রকাশনার মাধ্যমে। যখন ১৯৮৯ সালে অন্তিম কালে দানয়িলেরে বইটির সীলমোহর খোলা হয়, তখন একজন মানবীয় মাধ্যমের কাজের মাধ্যমে আনা সেই আনুষ্টানিকীকৃত বার্তাটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। করম ছিল—একটি ঐশ্বরিকি প্রকাশনা, তারপর সীলমোহরমুক্তকরণ, এবং শেষে একটা মানবীয় প্রকাশনা।

শেষ সময়ে উভয় পরযায় সত্যেরে তনিটা ধাপ চহ্নিতি হয়। উভয় ক্ষতেরেই প্রথম ধাপ হিসেবে একটি ঐশ্বরিকি প্রকাশনা দিয়ে শুরু হয়, এবং শেষে ধাপ হলো ঐশ্বরিকি বার্তাটি ব্যাখ্যা করে এমন একটি মানবীয় প্রকাশনা। মধ্যবর্তী ধাপটি তখন ঘটে, যখন যহূদা গোত্রেরে সহিং ঐ নরিদষ্টি ইতিহাসেরে জন্ম ঐশ্বরিকি বার্তাটির সলিমোহর খুলে দেন, এবং পরে তনি ঐ ঐশ্বরিকি দলিল থেকে উন্মুক্ত হওয়া আলো সংগ্রহ করার জন্ম একজন মানবীয় পাত্র নরিবাচন করনে। সলিমোহর খোলার সময় জ্ঞানেরে বৃদ্ধি বিবাতনে না পারা দুষ্টিদরে দ্বারা বদিরোহ প্রকাশ পায়। অতএব, একটি ঐশ্বরিকি প্রকাশনা হবিবু বরণমালার প্রথম অক্ষর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, জ্ঞানেরে বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে ত্রয়োদশ অক্ষর যখনে বদিরোহ প্রকাশিত হয়, এবং ঐ ইতিহাসেরে বশিষে ঐশ্বরিকি বার্তার মানবীয় প্রকাশনা প্রতিনিধিত্ব করে হবিবু বরণমালার শেষে অক্ষর; এবং একত্রে এই তনিটা অক্ষর "সত্য" অর্থ প্রকাশ করে।

উলাই ও হদিদকেলে নদীর দর্শনসমূহ, যগুলো এখন পূরণ হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, ইঙ্গিত করে যে শেষে সময়ে উভয় নদী থেকে আসা জ্ঞানেরে বৃদ্ধি একতরতি হয়ে প্রমাণ করবে যে ঐশ্বরত্ব মানবত্বেরে সঙ্গে যুক্ত হলে পাপ করে না। উলাই নদীর তীরে থাকা অবস্থায় দানয়িলে এমন এক দর্শন লাভ করনে, যা ১৮৪৪ সালে ২,৩০০ বছরেরে ভবিষ্যদ্বাণীর পরসিমাপ্তিতে খ্রিস্টেরে আবরিভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে।

এবং আমি দর্শনে দেখিলাম; এবং এমন হল যে, যখন আমি দেখিলাম, তখন আমি এলাম প্রদশে অবস্থতি শূন্যেরে রাজপ্রাসাদে ছিলাম; এবং আমি দর্শনে দেখিলাম যে, আমি উলাই নদীর তীরে ছিলাম। দানয়িলে ৮:২।

হদিদকেলে নদীর তীরে থাকাকালীন দানয়িলে সেই দর্শনটা লাভ করনে, যা দুই হাজার পাঁচশো বশি বছরেরে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসেরে দর্শনকে প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রথম মাসেরে চব্বিশতম দিনে, আমি যখন মহা নদীর তীরে ছিলাম, যার নাম হদিদকেলে। দানয়িলে ১০:৪।

এরপর গাব্রিয়লে চৌদ্দ নম্বর পদে হদিদকেলে নদীর খাজোন দর্শনেরে উদ্দেশ্যে চহ্নিতি করলনে।

এখন আমি এসেছি যাতো তুমি বিবাতনে পারো, শেষে কালে তোমার জাতরির উপর কী ঘটবে; কারণ এই দর্শনটা বহু দিনেরে পরেরে জন্ম। দানয়িলে ১০:১৪।

উলাই নদীর দ্বারা প্রদত্ত দর্শন খ্রিস্টেরে 'আবরিভাব' (ঐশ্বরত্ব) চহ্নিতি করে, যখন তনি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এসে উপস্থতি হয়েছিলেন। এটা সেই তারখি 'ঐশ্বরত্ব'-এর মলিরাইটদের (মানবতা) মন্দিরে প্রবশেকে উপস্থাপন করেছিলি, কারণ প্রায়শ্চিত্তেরে দিনি, অর্থাৎ 'একাত্মতা'র দিনি, ঐশ্বরত্বেরে সঙ্গে মানবতার সম্মিলনকে

উপস্থাপন করে। হৃদিকেলে নদীর দ্বারা প্রদত্ত দর্শন অন্তিম দিনগুলোতে ঈশ্বরকে লোকদের (মানবতা) উপর কী ঘটবে তা চিন্তা করে।

"appearance"-এর দর্শনের সূচনা ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সাল—যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কালপর্ব পবিত্রস্থান ও সনোবাহিনীর পদদলনকে চিন্তা করে তার শুরু খ্রিস্টপূর্ব ৬৭৭ সালে হয়েছিল, তার দুইশ কুড়ি বছর পরে। দুই দর্শনের সূচনাবিন্দুতে পরস্পর সংযুক্ত ছিল যে দুইশ কুড়ি বছর, তার সমাপ্তি চিন্তা করেছিলেন 'বস্মিয়কর গণনাকারী', যিনি হাবাক্কুক ২:২০-এও 'বস্মিয়কর ভাষাবাদি' হিসেবে আছেন।

কিন্তু প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে রয়েছেন: তাঁর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী নীরব থাকুক।
Habakkuk 2:20.

মানবতা ও ঈশ্বরত্বের যোগসূত্র, যা শুরুতে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনাবিন্দু দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল, তাদের যৌথ সমাপ্তিতে চিন্তা হয়েছিল সেই অধ্যায় ও আয়াত দ্বারা, যখনে বর্ণিত আছে ঈশ্বরত্বের আকস্মিক আগমন সেই মন্দিরে—যে মন্দিরটি তিনি ছেলেলশি বছরে নির্মাণ করেছিলেন; এই সময়কালটি 'সমাপ্তির সময়' ১৭৯৮ সালে শুরু হয়ে ছেলেলশি বছর পরে ১৮৪৪ সালে ২২ অক্টোবর শেষ হয়।

তোমরা কি জান না যে তোমরাই ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন? যদি কেউ ঈশ্বরের মন্দিরকে অপবিত্র করে, ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই। ১ করিন্থীয় ৩:১৬, ১৭।

১৮৪৪ সালে ২২ অক্টোবর, "আবর্তিতা"-এর দর্শনের সঙ্গতে সঙ্গতি রেখে, হাবাক্কুক উপলব্ধি করলেন যে প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে আছেন। তিনি ৪৬ বছরে সেই মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছর ধরে ধ্বংস ও পদদলিত ছিল।

আর তাকে বল, সনোবাহিনীর প্রভু এভাবে বলেন: দেখে, যার নাম "শাখা" সেই ব্যক্তি; তিনি নিজ স্থান থেকে অঙ্কুরিত হবেন, এবং তিনি প্রভুর মন্দির নির্মাণ করবেন। তিনি-ই প্রভুর মন্দির নির্মাণ করবেন; তিনি মহিমা ধারণ করবেন, এবং তাঁর সিংহাসনে বসে শাসন করবেন; এবং তিনি তাঁর সিংহাসনে একজন যাজক হবেন; আর তাদের উভয়ের মধ্যে শান্তির পরামর্শ থাকবে। আর মুকুটগুলো থাকবে হলেমে, তোবায়িহ, যদোয়া এবং সফেনয়ার পুত্র হনেরে জন্ম, প্রভুর মন্দিরে স্মারকরূপে। আর যারা দূরে আছে তারা এসে প্রভুর মন্দিরে নির্মাণ করবে, এবং তোমরা জানতে পারবে যে সনোবাহিনীর প্রভু আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আর তোমরা যদি তোমাদের ঈশ্বর প্রভুর কণ্ঠস্বর নষ্ট করার সঙ্গতে মান্য কর, তবে এই কথা ঘটবে। জাখারিয়া ৬:১২-১৫.

যোহন ২:২০-এ, খ্রিস্ট মন্দির শুদ্ধ করার পর—যা সিস্টার হোয়াইটের মতে মালাখি তৃতীয় অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণ ছিল, যখন ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-ও ছিল—চুক্তির দূত হঠাৎ তাঁর মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন।

যীশু তাদের জবাব দিয়ে বললেন, 'এই মন্দিরটা ভেঙে ফেলো; আমি তিনি দিনের মধ্যে এটাকে আবার দাঁড় করাব।' তখন ইহুদরা বলল, 'এই মন্দিরটি নির্মাণে ছেলেলশি বছর লগেছিল; আর তুমি কি তিনি দিনের মধ্যে এটাকে আবার দাঁড় করাবে?' কিন্তু তিনি তাঁর দহেরে মন্দিরের কথাই বলছিলেন। যোহন ২:১৯-২০।

মালাখা তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্ততি, খ্রিস্ট আকস্মিকভাবে তাঁর মন্দিরে এলেন, যখন তিনি যোহনরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর পরিচিয়ার শুরুতে মন্দির শুদ্ধ করছিলেন, যা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-কে প্রতীকায়তি করছিল। যোহনরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে খ্রিস্টের মন্দির শুদ্ধকরণ এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪—এই দুটাই মালাখা তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্ত ছিল। যোহনরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বশিতম পদে আমরা জানতে পারি যে মানব মন্দির ছেলেল্লিশ বছরে নির্মিত হয়েছিল, আর ঐশ্বরিক মন্দির তিন দিনে উত্থাপিত হয়েছিল। ঐশ্বরিকতা আকস্মিকভাবে তাকে প্রবশে করলে তবই মানব মন্দির হাবাক্কুকরে "পবত্র মন্দির" হয়ে ওঠে, যমেনটা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ ঘটছিল, কারণ ঐশ্বরিকতা যখন মানবতার সঙ্গে মলিতি হয়, তখন পাপ করে না। শনিাররে দুটা মহান নদীর দর্শন এই সত্যকে উপস্থাপন করে যে মানবতা যখন ঐশ্বরিকতার সঙ্গে মলিতি হয়, তখন পাপ করে না।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে দানয়িলে পুস্তকরে একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদরে আলোচনা অব্যাহত রাখব।

তোমরাও, জীবন্ত পাথররে মতো, একটা আত্মকি গৃহ ও পবত্র যাজকত্বরূপে গড়ে তোলা হচ্ছ, আত্মকি বলদানসমূহ উৎসর্গ করার জন্ম, যগেলা যীশু খ্রিস্টরে মাধ্যমে ঐশ্বররে কাছে গ্রহণযোগ্য। ১ পত্রি ২:৫।